# এনডিএ ও শেষধাপ

---

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

২০১৪ র লোকসভা ভোট দোরগোড়ায়। রাজনৈতিক ভবিষ্যত্বানীর মরশুম। দিল্লির সবজান্তারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দিয়েছেন যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন। আর কিছু ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন সমীক্ষার ভিত্তিতে করা। ২০১৩ র ১৩ ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যতক্ষণ না প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষণা হয়েছে ততদিন পর্যন্ত বলা হচ্ছিল বিজেপি কি আদৌ একজন ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে পারবে। এরপরেও প্রশাসন ও সরকারবিরোধী হাওয়ার প্রশ্নে বিভিন্ন যুক্তিজাল বোনা চলছেই। মোদীর জনসভায় যেভাবে মানুষের ভিড় বাড়ছে গত ২৫ বছরে তেমনটাও আমি দেখিনি। ১৯৮৯ এর পরে দলকে এত উজ্জীবিত আমি দেখিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯৯৮-৯৯ সালে যখন ভারতের রাজনীতির আকাশে সবথেকে গ্রহণযোগ্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছিলেন শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।তখন আবার বিতর্কটা ছিল বিজেপিকে কে সমর্থন দেবে ? নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ হবে কি ? আমাদের নিজেদের ধারণা ছিল, বিজেপি নিজে শক্তিশালী হলে ভোটের আগে পরে বহু সঙ্গীই কাছাকাছি আসতে চাইবে।

সবথেকে সামপ্রতিক সমীক্ষাটা করেছে এবিপি নিউজ চ্যানেলের পক্ষে এসি নিয়েলসন। এই সমস্ত সমীক্ষা আমি সমর্থন করিনা। কিন্তু সংস্থাগুলির যদি বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে তবে আমি স্বীকার করব যে তারা একটা দিক নির্দেশে সক্ষম।

এখন দেখা যাক এই সমীক্ষা কি দিকনির্দেশ করছে ? এটা স্পষ্ট বার্তা যে আসন্ন নির্বাচনে একটা দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। সমভবত ২০০ র গন্ডী টপকাবে তারা। জোটসঙ্গীরাও কিছু আসন পাবে। দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য ভারতে ভাল ফল করবে বিজেপি। বিহার ও কর্নাটকের ফলাফলেও বাড়তি সুযোগ পাবে বিজেপি। অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও ভারসাম্য বজায় থাকবে। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি তুলনায় দুর্বল সেখানেও এবার মোদী ম্যাজিকে কিছু জোটসঙ্গী পাবে বিজেপি। না হলেও কিছু বিচ্ছিন্ন আসন পাওয়া সমভব হবে।

সরকার গড়তে ইচ্ছুক অনেকেই। কিন্তু এগিয়ে আছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন যদি দুই অঙ্কে নেমে আসে তবে তাদের হার নিশ্চিত। তারা

কখনই জোটের কেন্দ্রে থাকতে পারবেনা। থার্ড ফ্রন্ট ও ফেডারেল ফ্রন্টের অনেক দাবিদার। একাধিক রাজ্যে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা তাদের পক্ষে সমভব নয়। এগিয়ে থেকে দৌড় শুরু করার একটা সুবিধা আছে। শেষ ধাপটা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ কিভাবে শেষ করে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

এটা তাত্ত্বিক গণনার সময়। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা পক্ষাবলম্বন করছে। কিন্তু বাস্তব যদি তারা অনুধাবন করতে পারতেন তবে দেখতেন যে মোদীর কথা শুনতে যে পরিমাণ মানুষ ভিড় করছেন তা থেকে খুব স্পষ্ট একটা বার্তা পাওয়া যাচ্ছে। আগে যারা দৌড় শুরু করেছে তারা জনমত সমীক্ষায় উঠে আসা সংখ্যার থেকেও বেশি আসন পাবে। বিভিন্ন রাজ্যে কিছু ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে বিজেপি ও তাদের জোটসঙ্গীদের ভোট ব্যঙ্ককে যারা সমৃদ্ধ করবে। কিছুখিছু রাজ্য আছে যেখানে অ- কংগ্রেসী রাজনীতির ধারাই প্রবহমান। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের হাত মেলানো কখনই দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা হতে পারেনা। তাদেরও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। দিল্লিতে হয় তাদের বিজেপির হাত ধরতে হবে নয় কংগ্রেসের। তাদের কাছে উপায় সীমাবদ্ধ। যদি মোদীর রেটিং ৫০ শতাংশ হয়, প্রত্যেকটা রাজ্য এরদ্বারা প্রভাবিত হবে। আমি অবাক হবোনা যদি শেষধাপে এটাই ভবিতব্য হয়।

---